চিতলমারীতে ১৫ বছর ধরে সক্রিয় ‘গোল্ড কয়েন’ চক্র : ৪ দিনধরে রাস্তায় ঘুরছে প্রতারণার স্বীকার বাস চালক

বাগেরহাটের চিতলমারীতে ‘গোল্ড কয়েন’ চক্রের অভিনব প্রতারণার স্বীকার হয়ে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার খুয়িয়ে ৪ দিন ধরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে সাতক্ষীরার দরিদ্র বাস চালক আইউব আলী। এবিষয়ে চিতলমারী থানায় লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ এঘটায় ব্যবহৃত একটি মটর সাইকেল উদ্ধার করলেও কাউকে আটক করতে পারেনি। তবে ঘটনার সাথে জড়িতদের আটকের চেষ্টা চলছে দাবী পুলিশের।

স্থানীয়রা জানান, কখনও মিসকল দিয়ে, কখনও সামান্ন পরিচয়ের সুত্র ধরে মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করে সখ্যতা গড়ে তোলে এই চক্রটি। এরপর সুযোগ মত ওইসব ব্যক্তিদের মূল্যবান গোল্ড কয়েন দেয়ার কথা বলা হয়। কখনও বিশ্বাস বাড়াতে তাদের এলাকায় এনে স্থানীয় স্বর্ণকারের দোকানে নিয়ে গোল্ড কয়েন পরিক্ষা করেও দেখানো হয়। এরপর দর কষাকসি চলতে থাকে। নির্ধারিত দিনে ক্রেতাকে টাকা নিয়ে আসতে বলা হয়। এরপর পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সুবিধাজনক স্থানে নিয়ে ক্রেতার কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নেয়া হয়। সবকিছু হাতিয়ে নেয়ার পর কখনও ওই চক্রের অন্য সদস্যরা ভূয়া পুলিশ সেজে গোল্ড কয়েন ক্রেতাকে নানা ভাবে হয়রানি করার কথা বলে আরো অর্থ হাতিয়ে নেয়। কখনও বা পুলিশের ভয় দেখিয়ে তাদের পালাতে বাধ্য করা হয়। এই ভাবে গত এক যুগ ধরে প্রতারণা করে আসছে চিতলমারীর একটি ‘গোল্ড কয়েন চক্র’।

এই চক্রের সদস্যরা হলেন, চিতলমারী উপজেলার খলিশাখালী গ্রামের মৃত রঞ্জন বিশ্বাসের ছেলে কিরোণ বিশ্বাস, মৃত খগেন্দির বিশ্বাসের ছেলে প্রদীপ বিশ্বাস, জিতেন বিশ্বাসের ছেলে অনুপ বিশ্বাস ও তাপস বিশ্বাসসহ ৮/১০ জন।
‘গোল্ড কয়েন’ চক্রের সর্বশেষ প্রতারণার কার হয়েছেন সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার দুরলী গ্রামের বাস চালক আইউব আলী।

তিনি বলেন, সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার মুন্সিগঞ্জ এলাকায়

জানান, চিতলমারী-নাজিরপুর সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন চক্র সক্রিয়। তিনি এই থানায় যোগদানের পর চক্রগুলো দমনে কাজ করে যাচ্ছেন। অভিযোগের পর অভিযুক্তদের আটকের জন্য পুলিশী অভিযান অব্যহত রয়েছে।